দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...JUL 15 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

এবার তিনি খুলেছেন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ নানান অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এক শিক্ষক এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে নতুন 'ব্যবসা' ফেঁদেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তিনি 'ইনস্টিটিউট ফর লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন স্টাডিজ (ইলিস), নামে একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। সেখান থেকে ডিপ্লোমা, মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হবে বলে বলা হচ্ছে। অথচ এ সমস্ত ডিগ্রি দেয়ার জন্যই তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আবদুল খালেক 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন শিক্ষক যুক্ত হতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস জানান ঃ তিনি কোন অনুমতি নেননি।

অভিযুক্ত ঐ শিক্ষককে নারী কেলেংকারি, ভর্তি পরীক্ষার খাতা জালিয়াতি, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণসহ বিভিন্ন অভিযোগে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এরপর অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুস সালামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তে গঠিত হয় তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি। কমিটি তাদের রিপোর্ট দীর্ঘ ৯ মাস পর গত মাসে উপাচার্যের নিকট জমা দিলেও অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অধ্যাপক সালামের নানান অনিয়ম-দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক রিপোর্ট 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুস সালামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি 'সংবাদ'কে জানান ঃ অবৈধ কিছু করছি না। 'ইলিস' পরিচালিত হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধীনে।